



225875 - নরিজনরে গুনাহগুলটো কি কি?

প্রশ্ন

হংসা ও যটোন কল্পনাগুলটো কি নরিজনরে গুনাহর মধ্যতে পড়বে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

যটোন কল্পনাগুলটো মনরে চন্িতা ও মনরে কথা; যা মানুষরে মনতে উদয় হয়। মনরে কথা যদি মনতে স্থরি না হয় এবং ব্যক্তি এটাকে মনতে ধরে না রাখে তাহলে আলমেদরে সর্বসম্মতক্রমে তা ক্ষমারহ। সুতরাং আকস্মিকি কল্পনা ক্ষমারহ। তবে বান্দার উপর ওয়াজবি হল এমন কল্পনাকে প্রতিরোধ করা এবং আগাতে না দয়ো। কোন মুসলমিরে জন্ম এমন কোন কল্পনা ডেকে আনা ও এগুলটোর চন্িতায় বভিরে হওয়া জায়তে নয়। আর কখনও আকস্মিকি কোন চন্িতার উদ্রকে হলে এগুলটোকে আগাতে দয়োও তার জন্ম জায়তে নয়। কেননা আগাতে দলি এটাকে হারামতে নমিজ্জতি করবে।

দখুন: [84066](#) নং প্রশ্নটোত্তর।

দুই:

হংসা একটা নিন্দনীয় গুণ। একজন মুসলমিরে ওয়াজবি হল নিজেকে হংসা মুক্ত রাখা। শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

হংসা: কারটো কারটো মতে, অন্যরে কাছ থেকে আল্লাহর কোন নয়োমত দূরীভূত হওয়া কামনা করা। কারটো কারটো মতে, হংসা হল আল্লাহ তাআলা কাউকে যে নয়োমত দয়িচ্ছেনে সটোকে অপছন্দ করা। প্রথম অভমিতটা আলমেদরে নকিট মশহুর। আর দ্বিতীয়টা শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়ির নরিণীত। অর্থাৎ মানুষরে প্রতি আল্লাহর কোন নয়োমতকে অপছন্দ করলেই তা হংসা হিসেবে গণ্য হবে। হংসা করা হারাম। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হংসা করা থেকে নষিধে করছেনে। এটা ইহুদীদরে স্বভাব; যারা মানুষরে সাথে হংসা করে— আল্লাহ মানুষকে যে অনুগ্রহ দয়িচ্ছেনে সে ক্ষেত্রে। হংসার কুফল অনকে।"[ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব থেকে (২/২৪)]

তনি:



নরিজনরে গুনাহগুলোর ব্যাপারে একটি হাদিস যা ইবনে মাজাহ (৪২৪৫) বর্ণনা করেছেন: সাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: "আমি আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু মানুষের কথা জানি যারা কয়ামতের দিন তহিমা পাহাড়সম শুব্র নকী নিয়ে হাজরি হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সনে নকেগুলোকো বক্ষিপ্ত ধুলকিগাতো পরণিত করে দবিনে। সাওবান (রাঃ) বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদরেকে তাদরে পরচিয় দিনি ও আমাদরে কাছো পরস্কার করে দিনি যাতো করে না জনো আমরা তাদরে মধ্যে পড়ে না যাই। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তারা তোমাদরেই ভাই, তোমাদরে জাতি। তোমরা যভোবে রাতো ইবাদত কর তারাও রাতো ইবাদত করে। কনিতু তারা এমন লোক যারা নরিজনো আল্লাহর নষিধোবলীতে লপিত হয়।" [আলবানী 'সহহি ইবনে মাজাহ'তে হাদিসটিকো সহহি বলছেন]

হাফযে ইবনুল জাওয়ি (রহঃ) বলেন:

"গুনাহ থেকে সাবধান! গুনাহ থেকে সাবধান! বিশেষতঃ নরিজনরে গুনাহ থেকে। কনোনা আল্লাহর সাথে দ্বন্দ করা বান্দাকো আল্লাহর চোখে মূল্যহীন করে দেয়। তোমার ও আল্লাহর মাঝে নভিতরে অবস্থাকো সংশোধন কর; তবে তিনি তোমার বাহ্যকি অবস্থাগুলো সংশোধন করে দবিনে।" [সাইদুল খাত্বরে (পৃষ্ঠা-২০৭) থেকে সমাপ্ত]

দখোন: 134211 নং প্রশ্নোত্তর।

এ হাদিসটির উদ্দেশ্য এ নয়: যে ব্যক্তি নরিজনরে গুনাহে লপিত হয় এমন প্রত্যকে ব্যক্তি। কনোনা সগরি গুনাহ থেকে কউই মুক্ত নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "প্রত্যকে বনী আদম ভুলকারী। সর্বোত্তম ভুলকারী হচ্ছে তওকারীগণ।" [সুনানে তরিমযি (২৪৯৯), আলবানী 'সহহিত তরিমযি' গ্রন্থে হাদিসটিকো 'হাসান' বলছেন]

বরং এ হাদিসের উদ্দেশ্য হচ্ছে: মুনাফকিগণ কথিবা লোককিতাতে আক্রান্ত ব্যক্তিগণ। যারা মানুষের সামনে নজিদেরে দ্বীনদারিও তাকওয়া প্রকাশ করে। আর যখন মানুষের চোখে আড়াল হয় তখন তারা তাদরে আসল রূপে প্রকাশিত হয়। তারা আল্লাহ তাআলার মর্যাদাকো ভ্রুক্ষেপে করে না।

ইবনে হাজার আল-হইছামী (রহঃ) বলেন:

"৩৫৬ তম কবরি গুনাহ: মানুষের সামনে নকেকারদরে ভাব প্রকাশ করা, আর নভিতে গুনাহতে লপিত হওয়া; এমনকি সটো ছগরি গুনাহ হলোও। ইবনে মাজাহ এক সনদে সাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, যে সনদে রাবীগণ ছকিত (নরিভরযোগ্য)। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: "আমি আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু মানুষের কথা জানি যারা কয়ামতের দিন তহিমা পাহাড়সম শুব্র নকী নিয়ে হাজরি হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সনে নকেগুলোকো বক্ষিপ্ত ধুলকিগাতো পরণিত করে দবিনে।..."।

এরপর এ আলোচনার শেষে তিনি বলেন:



সতর্কতা: এ বিষয়টিকে কবরি গুনাহর মধ্যে গণ্য করাটা প্রথম হাদিসটির বাহ্যিক মর্ম এবং তা অবান্তর কিছু নয়; যদিও আমি কাউকে কবরি গুনাহর মধ্যে এটাকে উল্লেখ করতে দেখিনি। কেননা যে ব্যক্তির অভ্যাস হল সুন্দর ভাব ফুটিয়ে তোলা; আর মন্দ ভাবকে লুকিয়ে রাখা মুসলমানদের উপর তার অনিষ্ট ও ধোঁকা জঘন্য— তাকওয়ার রজ্জু ছুঁড়ে যাওয়ার কারণে এবং তার পক্ষ থেকে ভয় থাকার কারণে।"[আল-জাওয়াযরে আন ইকতরিফলি কাবায়রি (৩৫৬)]

পূর্বোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে, যে ব্যক্তি মানুষকে দেখায় যে, সে তাদেরকে ভালবাসে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে মানুষকে ঘৃণা করে ও হিংসা করে সে নভিতরে গুনাতলে লিপ্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি দ্বীনদারি প্রকাশ করে; অথচ সে দ্বীনদার নয় কিংবা যে সচ্চরিত্র ও রক্ষণশীলতা প্রকাশ করে অথচ সে নভিত্রে খারাপ চিন্তাভাবনায় মজে থাকে তার ব্যাপারে এ হাদিসে উল্লেখিত কঠিন শাস্তির হুকুম প্রযোজ্য হতে পারে। সে শাস্তিটি হল: তার নকে আমলগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়া।

আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা ও নরিপত্তার প্রার্থনা করছি।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।